সিলসিলায়ে ফয়যানে আশারায়ে মুবাশশারার
নবম সাহাবীর পবিত্র জীবনী, যার নাম

ফয়যানে সাঈদ বিন যায়েদ رضي الله تعالى عنه

- অটলতার পাহাড়
- শাসনের পরও তাকওয়া অটুট
- প্রকৃত সৌভাগ্য ও আনন্দ
- সত্যের বাণী প্রচারের অনন্য আকাঙ্ক্ষা
- জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ
- উচ্চ বোধশক্তি ও বিচক্ষণতা
- সাহাবীর মুখে সাহাবীর মর্যাদা
- শাহাদাতই মুমিনের কাম্য ও উদ্দেশ্য

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া (দাওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ফয়যানে সাঈদ বিন যায়েদ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ

দরূদ শরীফের ফযীলত

ক্ষমা পূর্ণ ইজতিমা

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত, নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাকের কিছু ভ্রমণকারী ফেরেশতা আছেন যারা যিকিরের মাহফিল সমূহের সন্ধানে থাকেন, যখন তাঁরা যিকিরের মাহফিলের পাশ দিয়ে গমন করেন, তখন একে অপরকে বলেন: (এখানে বসো)। যখন যিকিরকারীগণ (অর্থাৎ যারা যিকির করে) দোয়া করেন, তখন ফেরেশতারা তাদের দোয়ার উপর আমীন (অর্থাৎ এমনই হোক) বলেন। যখন তাঁরা নবীর প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন, তখন সেই ফেরেশতারাও তাঁদের সাথে মিলিত হয়ে দরূদ প্রেরণ করেন, এমনকি তাঁরা এদিক-ওদিক হয়ে যান। তারপর ফেরেশতারা একে অপরকে বলেন: "এই সৌভাগ্যবানদের জন্য সুসংবাদ যে, তারা ক্ষমার সাথে ফিরে যাচ্ছে।" (জামউল জাওয়ামে, হাদীস: ৭৭৫০, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১২৫)

ওহ সালামত রাহা কিয়ামত মে
পড় লিয়ে জিসনে দিল সে চার সালাম
মেরে পিয়ারে পে মেরে আক্বা পর
মেরি জানিব সে লাখ বার সালাম

মেরি বিগড়ী বানানে ওয়ালে পর
ভে'জ আয় মেরে কিরদগার সালাম

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অটলতার পাহাড়

আরবের প্রসিদ্ধ শহর "মক্কা মুকাররামার" কোনো এক মহল্লায় একটি ঘরের ভেতর থেকে কুরআন পাক পড়ার আওয়াজ আসছিল কিন্তু এই আওয়াজ কোনো একজনের ছিল না, মনে হচ্ছিল যেন একজন ব্যক্তি দু'জনকে কুরআনে পাক শেখাচ্ছেন, আর তারা শিক্ষা নিচ্ছেন। অর্থাৎ তাদের মধ্যে একজন উস্তাদ এবং বাকি দু'জন তাঁর ছাত্র। এটা একদিনের ঘটনা ছিল না, বরং অনেক দিন ধরে এই কাজ চলছিল। তিনজনই কুরআনে পাকের তিলাওয়াতে নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্তে মগ্ন ছিলেন। তাঁদের এই বিষয়ে কোনো ধারণাই ছিল না যে, কিছুক্ষণ পর তাঁদের উপর পরীক্ষার মুহূর্ত আসতে চলেছে, এই তিনজনই নতুন নতুন মুসলমান হয়েছিলেন। তাঁদের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেও তখন পর্যন্ত অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করেনি। (ইসলামের) সম্পদ থেকে বঞ্চিত ছিল, একারণে এই সম্মানিত ব্যক্তিগণ তাদের (কাফেরদের) ফেতনা থেকে লুকিয়ে কুরআনে পাকের শিক্ষা গ্রহণ করছিলেন। কুরআন পাকের তিলাওয়াতের পর তা বিশেষ জায়গায় লুকিয়ে রাখতেন যাতে অন্য লোকদের নজরে না পড়ে।

অন্যদিকে কাফেররা এই বিষয়ে অত্যন্ত আশ্চর্য ও পেরেশান ছিল যে, ইসলাম খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। যদি আজ আমরা একে থামানোর চেষ্টা না করি, তাহলে এটা আমাদের ঘরেও প্রবেশ করবে এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মকে শেষ করে দিবে। তাদের সর্দার বললো: এর একটাই

সমাধান আছে, আর তা হলো, যে ব্যক্তি ইসলামের সূচনা করেছে তাকেই শেষ করে দেওয়া হোক। একথা শুনে সমস্ত লোক বলতে লাগলেন যে, ইসলাম প্রচারকারী হলেন (হযরত সায়্যিদুনা) মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, কিন্তু مَعَاذَ الله তাঁকে শহীদ করা সহজ নয়, কারণ তাঁর সম্পর্ক কুরাইশদের সাথে এবং তাঁর শাহাদাতের পর কুরাইশ, বনু হাশিম ও বনু যুহরা গোত্রের সব লোক আমাদের শত্রু হয়ে যাবে। কুরাইশদের সেই সর্দার বললো: "যে ব্যক্তি এই কাজ করবে, আমি তাকে একশ লাল ও কালো উট এবং এক হাজার আওকিয়া (একক) রূপা দেব, যার প্রতিটি আওকিয়া চল্লিশ দিরহামের সমান হবে।"

হঠাৎ এক প্রভাবশালী চেহারার ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো: "এই কাজ আমি করবো।" সমস্ত লোক আশ্চর্য হলো কিন্তু সবার বিশ্বাস ছিল যে, এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ এই ব্যক্তিই করতে পারবে। কারণ শক্তি, বীরত্ব এবং নির্ভীক ও সাহসী হওয়ার ক্ষেত্রে সে খুব প্রসিদ্ধ ছিল।

সুতরাং, সেই সাহসী ব্যক্তি বাড়ি থেকে খোলা তলোয়ার নিয়ে সেই অসৎ উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো। মক্কা মুকাররামার একটি গলি দিয়ে যাচ্ছিল, তখন এক ব্যক্তির সাথে দেখা হলো, সে জিজ্ঞাসা করলো: "সব ঠিক আছে তো! খোলা তলোয়ার নিয়ে কোথায় যাচ্ছ? মনে হচ্ছে তোমার উদ্দেশ্য ঠিক নেই।" সেই সাহসী ব্যক্তি বললো: "হ্যাঁ! আমি (হযরত সায়্যিদুনা) মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে مَعَاذَ الله শহীদ করার উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। আমি ইসলামকে মূল থেকে উপড়ে ফেলতে চাই।" সেই ব্যক্তি বললো: "আগে নিজের ঘরেরও খবর নাও, তোমার বোন এবং ভগ্নিপতি দুজনেই ইসলাম গ্রহণ করেছে।"

একথা শুনতেই সে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলো এবং রাস্তা পরিবর্তন করে অন্য গলিতে প্রবেশ করল। আর সেই পবিত্র ঘরের সামনে গিয়ে পৌঁছল যেখানে তারা তিনজন কুরআন পাকের শিক্ষা গ্রহণ করতো এবং তিলাওয়াত করতো। এই তিনজনের মধ্যে একজন ছিল তার বোন এবং অন্যজন ভগ্নিপতি, আর তৃতীয় ব্যক্তি তাদের কুরআন শেখাতেন। তখনও ঘরের ভেতর থেকে কিছু পড়ার আওয়াজ আসছিল। সে দরজায় কড়া নাড়ালো, ভেতর থেকে জিজ্ঞাসা করা হলো।

জিজ্ঞাসা করা হলোঃ "কে?" সে নিজের নাম বললো, তখন ঘরের মধ্যে থাকা তিনজনই ঘাবড়ে গেলো। বোন ও ভগ্নিপতি ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি ভয়ে কোনো এক কোণে লুকিয়ে গেলো। যাই হোক, তাড়াহুড়োয় এই লোকেরা কুরআনে পাক লুকোতেও ভুলে গিয়েছিল। বোন দরজা খুলতেই সেই ব্যক্তি নিজের বোন ও ভগ্নিপতি উভয়ের উপর ক্ষুদ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করলোঃ "হে প্রাণের শত্রু! তোমরা বেঈমান হয়ে গেছো, নিজেদের পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করে নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছো?"

দুজনেই ইসলামের প্রেমে নিবেদিত হয়ে পরিপূর্ণ উত্তর দিতে গিয়ে বললোঃ "হে ভাই! আমরা বেঈমান হয়েছি বা যাই হই না কেন, তুমি এটা বলো তোমার ধর্মে কী সত্যতা আছে? আমরা তো এক আল্লাহর ইবাদত করি যিনি (ওয়াহদাহু লা শারীক) একক, তাঁর কোনো শরীক নেই, আমরা ইসলাম ধর্মকেই সত্য মনে করি, এবং কখনোই তা ত্যাগ করবো না।"

এই কথা শুনে তার আরও রাগ এলো, সে বললোঃ "আমি তোমাদের কখনোই ছাড়বো না।" আর রাগে বোন ও ভগ্নিপতি দুজনকেই মারধর শুরু করে দিল এবং খুব মারল, এমনকি মেরে মেরে রক্তাক্ত করে দিল। কুরআন পাকের তিলাওয়াতকারী এই দুই কুরআনের আশিক নিজের

www.dawateislami.net

মুখ থেকে 'উফ' শব্দ পর্যন্ত করলো না, এবং আল্লাহর পথে আসা এই বড় পরীক্ষায় ধৈর্যের আঁচল হাত থেকে ছাড়লো না, বরং ইসলামের মহব্বতে অটলতার পাহাড় হয়ে গেল, আর যেন মৌখিক ভাষা দিয়ে এই অঙ্গীকার করলো যে: "আল্লাহ পাকের পথে ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য যদি নিজের শরীরকে হাজারো টুকরোও করাতে হয়, তাহলেও অবশ্যই করাবো, কিন্তু ইসলাম ধর্মকে কখনোই ছাড়বো না।" যখন মেরে মেরে সে ক্লান্ত হয়ে গেলো এবং সে নিশ্চিত হয়ে গেল যে, এদের উপর কোনো প্রভাব পড়বে না, তখন একটি আসনে বসে পড়ল। সেখানে থাকা কুরআনের পৃষ্ঠাগুলো দেখে বলতে লাগল: "এটা কী?"

বোন বললো: "এটা আল্লাহ পাকের কালাম, কুরআন মাজীদ। তুমি অপবিত্র, একে হাত লাগাতে পারবে না। হ্যাঁ, গোসল করে নাও, তারপর একে স্পর্শ করতে পারবে।" সে গোসল করলো এবং তারপর কুরআনে পাক হাতে নিয়ে খুলল, তখন সূরা ত্বহা সামনে এলো। সে পড়তে শুরু করলো, যেই মাত্র এই আয়াত তিলাওয়াত করল:

﴿اِنَّنِیۡۤ اَنَا اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعۡبُدۡنِیۡ وَاَقِمِ الصَّلٰوۃَ لِذِکۡرِیۡ﴾ (কানযুল ঈমানের অনুবাদ: "নিশ্চয় আমিই হলাম আল্লাহ, আমি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই, সুতরাং তুমি আমার বন্দেগী করো এবং আমার স্বরণার্থে নামায কায়েম রাখো।" (পারা: ১৬, তোয়াহা: ১৪)

এটা পড়া মাত্রই সারা শরীরে এক অদ্ভুত ভীতি ছেয়ে গেল, অন্তরের দুনিয়া ওলটপালট হয়ে গেল এবং অবশেষে রিসালাতের দরবারে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলো। (তারিখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা ৮৮। আস-সীরাতুন নববিয়া, ইসলাম ওমর ইবনুল খাত্তাব, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩১৯। সীরাতে সায়্যিদুল আম্বিয়া, পৃষ্ঠা ১০৩)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইসলামের শুরুতে নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রিসালাতের সত্যায়নকারীদের উপর মক্কার মুশরিকরা অপরিসীম অত্যাচার ও অবিচার করেছিল, এমনকি যারা গতকাল পর্যন্ত রক্ষক ছিল, আজ তারাই প্রাণের শত্রু হয়ে গিয়েছিল। এমনকি নিজের রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়রাই অন্যায় ও অত্যচারের সীমা ছাড়িয়ে দিয়েছিল কিন্তু মুসলমানদের অটলতার প্রতি কুরবান হয়ে যান, অন্যায় ও অত্যচার সহ্য করে রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তাদের ঈমানে কোনো পার্থক্য আসেনি। যেমন উপরে উল্লেখিত সাহাবী ও সাহাবীয়ার ঘটনা আপনারা পড়েছেন যে, রক্তাক্ত হওয়ার পরও অটলতার পাহাড় হয়ে গিয়েছিলেন, বরং দ্বীন ইসলাম এবং আল্লাহ পাক ও প্রিয় হাবীব হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুহাব্বতে অটলার এমন মহান দৃশ্য প্রদর্শন করেছিলেন যে, তাদেরকে দ্বীন ইসলাম থেকে ফেরানোর জন্য আসা ভাই নিজেই ইসলামের গণ্ডিতে প্রবেশ করেছিল।

অটলতা প্রদর্শনকারী এই যুবক কে ছিলেন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহর পথে রক্তাক্ত হওয়া এবং দ্বীন ইসলামের উপর ধৈর্য ও সন্তুষ্টির সাথে অটলতার মহান দৃশ্য প্রদর্শনকারী এই যুবক জান্নাতী সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন যায়েদ رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ ছিলেন এবং কষ্টে তাঁর সঙ্গদানকারী মহিলা, তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ এর অনুগত স্ত্রী উম্মে জামিল হযরত সায়্যিদুনা ফাতিমা বিনতে খাত্তাব رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهَا ছিলেন এবং তাঁদেরকে রক্তাক্তকারী আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা উমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ ছিলেন।

www.dawateislami.net

সায়্যিদুনা সাঈদ বিন যায়েদের নাম ও বংশপরিচয়

তিনি رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর নাম "সাঈদ" এবং কুন্নিয়াত (উপনাম) "আবুল আ'ওয়ার"। তাঁর বংশধারা এরকম: সাঈদ বিন যায়েদ বিন আমর বিন নুফাইল বিন আব্দুল উযযা বিন রিয়াহ বিন আব্দুল্লাহ বিন কুরতা বিন রাযাহ বিন আদী বিন কা'ব বিন লুওয়াই কুরায়শী আদাবী।

(তারিখে মদীনা দামেস্ক, খণ্ড ২১, পৃষ্ঠা ৬২-৬৬)

বংশধারায় হুযুরের সাথে সম্পর্ক

তিনি رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর বংশধারা দশম পুরুষে কা'ব বিন লুওয়াই এর সাথে মিলিত হয়ে খাতামুল মুরসালীন, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র বংশধারার সাথে যুক্ত হয়। (আর-রিয়াদুন নাদারাহ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৩৭)

সম্মানিতা মাতার পরিচয়

তাঁর মাতার নাম হযরত সায়্যিদুনা ফাতিমা বিনতে বা'জাহ বিন উমাইয়া বিন খুওয়াইলিদ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا। তাঁর رَضِيَ اللهُ عَنْهَا সম্পর্ক বনু খুযাআ গোত্রের সাথে এবং তিনি ইসলামের প্রাথমিক সময় ইসলাম গ্রহণকারী সৌভাগ্যবান নারীদের মধ্যে অন্যতম। (আল আসাবা, হারফুস সিন আল-মুহমালা, সাঈদ বিন যায়েদ, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৮৭। তারিখে মদীনা দামেস্ক, খণ্ড ১২, পৃষ্ঠা ৬৬)

সম্মানিত পিতার পরিচয়

তাঁর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ সম্মানিত পিতার নাম হযরত সায়্যিদুনা যায়েদ বিন আমর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ। দু'জাহানের মালিক ও মুখতার, নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর অহী ও নবুয়ত নাযিল হওয়ার পূর্বেই তিনি দুনিয়া থেকে তাশরীফ নিয়েছিলেন। (আররিয়াদুন নাদরাহ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৩৭)

মিল্লাতে ইব্রাহীমের অনুসারী

তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সম্মানিত পিতা কুফর ও শিরক এবং জাহেলিয়াতের কুসংস্কারের প্রতি বিরক্ত ছিলেন এবং কুরাইশদের ব্যাপারে সর্বদা সমালোচনা করতেন। তিনি মুওয়াহ্হিদ (অর্থাৎ আল্লাহ পাককে এক মান্যকারী) এবং মিল্লাতে ইব্রাহীমের অনুসারী ছিলেন। সুতরাং হযরত সায়্যিদুনা আমের বিন রাবী'আ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত সায়্যিদুনা যায়েদ বিন আমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আমাকে বলেছিলেন: আমি আমার গোত্রের বিরোধিতা করেছি, আমি সায়্যিদুনা ইব্রাহীম ও ইসমাঈল عَلَیۡہِمَا السَّلَام এর মাযহাবের অনুসরণ করেছি এবং তাঁর অনুসরণ করেছি তাঁরা যার ইবাদত করতেন, তাঁরা দুজনেই এই কিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়তেন। আর আমি বনী ইসমাঈলের মধ্য থেকে একজন নবীর অপেক্ষা করছি। আমার ধারণা এই যে, আমি তাঁর যুগ পাব না। আমি তাঁর উপর ঈমান আনছি এবং তাঁর সত্যায়ন করছি এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি নবী। যদি তোমার হায়াত দীর্ঘ হয় এবং তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হয়, তবে আমার সালাম জানাবে। হযরত সায়্যিদুনা আমের বিন রাবী'আ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন যে, যখন আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম এবং প্রিয় নবী রাসূলে আরবী হুযুর পূরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم পবিত্র দরবারে হযরত সায়্যিদুনা যায়েদ বিন আমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সালাম পেশ করলাম, তখন নবীয়ে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সালামের জবাব দিয়ে ইরশাদ করলেন যে, আমি তাঁকে জান্নাতে দেখেছি, তিনি আঁচল টেনে চলছেন।

(আত-তাবাকাতুল কুবরা, তাবাকাতুল বদরিয়্যীন মিনাল মুহাজিরীন, আত-তাবাকাতুল উলা, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৯০)

হযরত সায়্যিদাতুনা আসমা বিনতে আবি বকর رَضِىَ اللهُ عَنۡهَا বলেন যে, আমি হযরত সায়্যিদুনা যায়েদ বিন আমর رَضِىَ اللهُ عَنۡهُ কে দেখেছি যে, তিনি কাবা শরীফের সাথে পিট লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এবং বললেন: "হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আল্লাহর শপথ! তোমাদের মধ্যে আমি ছাড়া আর কেউই দ্বীনে ইব্রাহিমীর উপর নেই।" তিনি رَضِىَ اللهُ عَنۡهُ কন্যাদের জীবন্ত কবর দেওয়া থেকে বাঁচাতেন। যখন কেউ নিজের কন্যাকে হত্যা করার ইচ্ছা করতো, তখন তিনি رَضِىَ اللهُ عَنۡهُ তাকে বলতেন: "একে হত্যা করো না, আমি এর (প্রতিপালনের) দায়িত্ব গ্রহণ করবো।" তারপর তাকে নিয়ে নিতেন। যখন সে বড় হতো, তখন তার পিতাকে বলতেন: "যদি তুমি চাও, তবে তোমাকে দিয়ে দেব, আর যদি চাও, তবে এর (বিবাহের) দায়িত্ব আমি নেব।"

(সহীহ বুখারী, কিতাবু মানাকিবিল আনসার, বাবু হাদীসি যায়েদ বিন আমর, হাদীস: ৩৮২৮, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৬৮)

সত্য প্রচারের আকাঙ্ক্ষা

হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন যায়েদ رَضِىَ اللهُ عَنۡهُ এর পিতা হযরত সায়্যিদুনা যায়েদ বিন আমর বিন নুফাইল رَضِىَ اللهُ عَنۡهُ জাহেলিয়াতের যুগে প্রকাশ্যে কুরাইশদের ধর্ম থেকে অব্যাহতির ঘোষণা করছেন এবং একারণেই তাঁর চাচা খাত্তাব বিন নুফাইল তাঁকে অনেক কষ্ট দিতো। এমনকি একবার তাঁকে মক্কা মুকাররামা থেকে শহরছাড়া করে দিয়েছিল এবং তারপর পুনরায় মক্কা মুকাররামায় প্রবেশ করতেও দেয়নি কিন্তু তাঁর একত্ববাদের উপর দৃঢ়তার ব্যাপারে কী বলবো! হাজারো জুলুম-অত্যাচার এবং কষ্টপূর্ণ নিষেধাজ্ঞা তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি। সুতরাং তাঁর দুটি কবিতা খুব বিখ্যাত, যা তিনি মুশরিকদের মেলা ও সমাবেশে এটি উচ্চস্বরে শোনাতেন:

www.dawateislami.net

اَرَبًّا وَّاحِدًا اَمْ اَلْفَ رَبٍّ
اَدِيْنُ اِذَا تُقُسِّمَتِ الْاُمُوْر
تَرَكْتُ اللَّاتَ وَالْعُزَّا جَمِيْعًا
كَذَالِكَ يَفْعَلُ الرَّجُلُ الْبَصِيْرُ

অর্থাৎ, আমি কি এক রবের আনুগত্য করবো নাকি এক হাজার রবের? যখন মানুষের দ্বীনী বিষয়গুলো বিভক্ত হয়ে গেছে। আমি তো লাত ও উযযা সব মিথ্যা খোদাগুলোকে ত্যাগ করেছি। আর নিশ্চয় প্রত্যেক বিচক্ষণ ব্যক্তি এমনই করবে।

(আস-সীরাতুন নববিয়া, যায়েদ বিন আমর বিন নুফাইল, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৯২)

আপনি একাই পূর্ণ উম্মত

প্রিয় নবী রাসূলে আরবী হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যায়েদ বিন আমর বিন নুফাইল আমার এবং ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর মধ্যবর্তী একটি উম্মত। কাল কিয়ামতের দিন তাকে একটি উম্মত হিসেবে উঠানো হবে।"

(আস-সুনানুল কুবরা, কিতাবুল মানাকিব, যায়েদ বিন আমর বিন নুফাইল, হাদীস: ৮১৮৭, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৫৪)

ইসলামের প্রতি ধাবিত হওয়ার মূল কারণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাধারণত নেককার পিতা মাতার সন্তানদের মধ্যেও তাদের তাকওয়ার চিহ্ন বিদ্যমান থাকে। পিতা মাতা যে জিনিসগুলোকে ভালোবাসেন বা ঘৃণা করেন, তাদের সন্তানদের মধ্যেও স্বাভাবিকভাবেই সেই ঘৃণা বা ভালোবাসা পাওয়া যায়। নিশ্চয়ই হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন যায়েদ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর ইসলামের প্রতি ধাবিত হওয়ার মূল কারণ এটাই ছিল যে, তিনি তাঁর সম্মানিত পিতাকে সত্যের পথ

অনুসন্ধানে সচেষ্ট পেয়েছিলেন। পিতার নেকীর প্রতি আগ্রহ পুত্রের জন্য উপকারী প্রমাণিত হয়েছিল এবং ইসলাম গ্রহণের প্রেরণা যুগিয়েছিল।

হযরত সায়্যিদুনা ওমর رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ এর সাথে আত্মীয়তা

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ এর বোন হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতিমা বিনতে খাত্তাব رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন যায়েদ رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ এর বিবাহে ছিলেন এবং হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন যায়েদ رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ এর বোন হযরত সায়্যিদাতুনা আতিকা বিনতে যায়েদ رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ এর বিবাহে ছিলেন। (উসদুল গাবা, সাঈদ বিন যায়েদ আল-কুরায়শী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৫৬)

তাঁর পবিত্র অবয়ব

তিনি رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ দীর্ঘাকায় এবং ঘন চুলের অধিকারী ছিলেন।

(আর-রিয়াদুন নাদারা, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৩৯)

প্রকৃত সৌভাগ্য ও আনন্দ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন যায়েদ رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ এর নাম ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এবং ইসলাম গ্রহণের পরেও "সাঈদ"ই ছিল। অর্থাৎ জাহেলিয়াতের যুগে শুধু তাঁর নাম "সাঈদ" ছিল, কিন্তু যেইমাত্র আল্লাহর প্রিয় হাবীব صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর গোলামীতে এলেন, তখন প্রকৃত সাঈদ অর্থাৎ সৌভাগ্যবান হয়ে গেলেন। এছাড়াও সৌভাগ্য ও আনন্দের বৃষ্টি তিনি رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ উপর ঝরঝর করে পড়তে লাগলো, আর কেনই বা হবে না যে-

দামনে মুস্তফা সে জো লিপটা ইয়াগানা হো গায়া
জিসকে হুযূর হো গায়ে উসকা যামানা হো গায়া

www.dawateislami.net

আদি মুসলিম

তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কাদীমুল ইসলাম (আদি মুসলিম)। রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দারুল আরকামে প্রবেশ করার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। (আল-আসাবা, হারফুস সিন আল-মুহমালা, সাঈদ বিন যায়েদ, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৮৭)

প্রথম মুহাজির

তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ প্রথম মুহাজিরদের মধ্যে অন্যতম। (তারিখে মদীনা দামেস্ক, খণ্ড ২১, পৃষ্ঠা ২৫) অর্থাৎ, তাঁকে رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সেইসব সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যারা প্রথমে মদীনায় হিজরতের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। পারা ১১, সূরা আত-তাওবা, আয়াত ১০০-এ প্রথম মুহাজিরীন عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর জন্য আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং জান্নাতের বিশেষ সুসংবাদ শোনানো হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَ السّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَ الْاَنْصَارِ وَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ وَ اَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۱۰۰﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং সবার মধ্যে অগ্রগামী প্রথম মুহাজির ও আনসার এবং যারা সৎকর্মের সাথে তাদের অনুসারী হয়েছে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন বাগান (জান্নাত) যেগুলোর নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত তারা সদা-সর্বদা সেখানে অবস্থান করবে। এটাই হচ্ছে মহা সাফল্য।

ভ্রাতৃত্বের বন্ধন

মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন যায়েদ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এবং হযরত সায়্যিদুনা রাফে' বিন মালেক যুরাকী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেছিলেন।

(আত-তাবাকাতুল কুবরা, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৯২)

হযরত সায়্যিদুনা ওমর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর ইসলাম গ্রহণ

তিনি এবং তাঁর স্ত্রী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا এর কারণে আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আ'যম رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ ইসলামের গণ্ডিতে প্রবেশ করেছিলেন, যাঁর মহান ব্যক্তিত্বের দ্বারা ইসলামের এমন মহান উপকার হয়েছিল যে, ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত মেলে না।

(তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত, বাবু সাঈদ বিন যায়েদ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২১১)

তাঁর সৌভাগ্য

তাঁর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ স্ত্রী হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতিমা বিনতে খাত্তাব رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا অত্যন্ত পরহেজগার এবং তাঁর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ খুবই অনুগত ছিলেন। এছাড়াও আল্লাহর পথে ইসলামের জন্য আসা বিপদ-আপদে তিনি তাঁকে অনেক সঙ্গ দিয়েছিলেন এবং নিশ্চয়ই নেককার ও অনুগত স্ত্রীর থাকাটাও সৌভাগ্যের বিষয়। সুতরাং, হযরত সায়্যিদুনা সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, রাসূল আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "তিনটি জিনিস আদম সন্তানের সৌভাগ্যের অংশ এবং তিনটি জিনিস আদম সন্তানের দূর্ভাগ্যের অংশ।" আদম সন্তানের সৌভাগ্যজনক তিনটি জিনিস হলো: (১) অনুগত নেককার স্ত্রী, (২) ভালো বাসস্থান, (৩) এবং ভালো বাহন। আর দূর্ভাগ্যজনক তিনটি জিনিস হলো:

www.dawateislami.net

(১) বদমেজাজী অবাধ্য স্ত্রী, (২) খারাপ বাসস্থান, (৩) এবং খারাপ বাহন। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, মুসনাদে আবি ইসহাক সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস, হাদীস: ১৪৪৫, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৫৭)

বাইয়াতে রিদওয়ানের সম্মান

তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বাইয়াতে রিদওয়ানেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই বাইয়াতে সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡھِمُ الرِّضۡوَان নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র হাতের উপর একটি গাছের নিচে নিজেদের হাত রেখে জিহাদের বাইয়াত করেছিলেন এবং কুরআন মাজীদের পারা ২৬, সূরা আল-ফাতহ, আয়াত ১০-এ আল্লাহ পাক এই (পবিত্র) বাইয়াতকে নিজের বাইয়াত বলেছেন। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে:

اِنَّ الَّذِیۡنَ یُبَایِعُوۡنَكَ اِنَّمَا یُبَایِعُوۡنَ اللّٰهَ ؕ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: ঐসব লোক যারা আপনার নিকট বায়আত গ্রহণ করেছে তারা তো আল্লাহরই নিকট বায়আত গ্রহণ করেছে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

জাহান্নাম থেকে মুক্তির সুসংবাদ

হাদীস শরীফে "বাইয়াতে রিদওয়ানে" অংশগ্রহণকারী সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡھِمُ الرِّضۡوَان এর জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির সুসংবাদ বিদ্যমান। সুতরাং হযরত সায়্যিদুনা জাবের বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যারা গাছের নিচে বাইয়াত করেছে, তাদের মধ্যে কেউই জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।" (সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, বাবু ফী ফাদলি মান বায়ি'আ তাহতাশ শাজারাতি, হাদীস: ৩৮৮৬, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪৬২)

www.dawateislami.net

জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ

তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আশারায়ে মুবাশশারার (দশজন সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবী) মধ্যে অন্যতম। অর্থাৎ যে দশজন সাহাবায়ে কেরামকে সাকীয়ে কাওসার, মালিকুল জান্নাত (জান্নাতের মালিক) দুনিয়াতেই জান্নাতী হওয়ার মহান সুসংবাদ দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে তিনিও একজন। সুতরাং তিরমিযী শরীফে রয়েছে যে, একবার তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সাহাবায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এর বিশাল সমাবেশে এভাবে হাদীসে পাক বর্ণনা করেছিলেন যে, জান্নাতের,মালিক কাসিমুন নি'মাত (নেয়ামতের বণ্টনকারী) হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "দশজন ব্যক্তি জান্নাতী: আবু বকর জান্নাতী, ওমর জান্নাতী, উসমান, আলী, যুবাইর, তালহা, আব্দুর রহমান, আবু উবাইদা, সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসও এরা সবাই জান্নাতী।" رِضۡوَانُ اللّٰهِ عَلَيۡهِمۡ اَجۡمَعِيۡن এই নয়জন সাহাবায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এর নাম উল্লেখ করার পর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ চুপ হয়ে গেলেন। লোকেরা আরয করলো: "এরা তো নয়জন, আমরা আপনাকে আল্লাহ পাকের শপথ দিচ্ছি, আপনি বলুন দশম ব্যক্তি কে?" তিনি বললেন: "তোমরা আমাকে আল্লাহ পাকের শপথ দিয়েছ, তাই বলে দিচ্ছি। আবুল আ'ওয়ার জান্নাতী।" (আবুল আ'ওয়ার হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন যায়েদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কুন্নিয়াত বা উপনাম)।

(সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, বাবু মানাকিবি আব্দুর রহমান বিন আউফ, হাদীস: ৩৭৬৯, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪১৬)

তাঁর জান্নাতের সাথী

হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, একবার হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কে ইরশাদ করেছেন: "হে আয়িশা! আমি কি তোমাকে সুসংবাদ

দেব না?" আরয করলেন: "কেন নয়, ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم !" বললেন: "তোমার পিতা অর্থাৎ আবু বকর জান্নাতী এবং জান্নাতে তাঁর সাথী হবেন হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام। উমর জান্নাতী, তাঁর সাথী হবেন হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام উসমান জান্নাতী, তাঁর সাথী আমি নিজেই। আলী জান্নাতী, তাঁর সাথী হবেন হযরত ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়া عَلَيْهِ السَّلَام। তালহা জান্নাতী, তাঁর সাথী হবেন হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام। যুবাইর জান্নাতী, তাঁর সাথী হবেন হযরত ইসমাইল عَلَيْهِ السَّلَام। সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস জান্নাতী, তাঁর সাথী হবেন হযরত সুলাইমান বিন দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام সাঈদ বিন যায়েদ জান্নাতী, তাঁর সাথী হবেন হযরত মূসা বিন ইমরান عَلَيْهِ السَّلَام। আব্দুর রহমান বিন আউফ জান্নাতী, তাঁর সাথী হবেন হযরত সায়্যিদুনা ঈসা বিন মরিয়ম عَلَيْهِ السَّلَام। আবু উবাইদা বিন জাররাহ জান্নাতী, তাঁর সাথী হবেন হযরত সাইয়্যিদুনা ইদরীস عَلَيْهِ السَّلَام।" তারপর বললেন: "হে আয়িশা! আমি রাসূলগণের সরদার এবং তোমার পিতা আফজালুস সিদ্দিকীন (অর্থাৎ সিদ্দিকীনদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ) এবং তুমি উম্মুল মু'মিনীন (অর্থাৎ সমস্ত মুমিনদের মা)।" (আর-রিয়াদুন নাদারা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৫)

তাঁর প্রতি অসম্মানের পরিণতি

হযরত সায়্যিদুনা উরওয়া বিন যুবাইর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, এক মহিলা যার নাম ছিল "আরওয়া বিনতে উওয়াইস", সে মদীনার শাসক মারওয়ান বিন হাকামের দরবারে হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন যায়েদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ দায়ের করলো যে, তিনি আমার জমি অবৈধভাবে দখল করেছেন। মারওয়ান তাঁর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কাছে জবাব চাইল, তখন তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: "আমি কি নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর

www.dawateislami.net

হাদীস শোনার পরও তার জমির উপর দখল করবো?" মারওয়ান বললো: "আপনি প্রিয় নবী হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর থেকে কী শুনেছেন?" তিনি বললেন: আমি নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এই ইরশাদ করতে শুনেছি যে, "যে ব্যক্তি কারো এক বিঘত জমি অন্যায়ভাবে দখল করবে, কিয়ামতের দিন তাকে সাত জমিনের শিকল পরানো হবে।" তিনি رَضِیَ اللہُ عَنْہُ এর উত্তর শুনে মারওয়ান বললো: "এখন আমি আপনার কাছে কোনো সাক্ষী চাইব না।" হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন যায়েদ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ এই ফয়সালা শুনে এভাবে দোয়া করলেন: "হে আল্লাহ পাক! যদি এই মহিলা মিথ্যাবাদী হয়, তবে তুমি তাকে অন্ধ করে দাও এবং যে জমির ব্যাপারে সে দাবি করেছে, সেই জমিতেই তাকে মৃত্যু দাও।" সুতরাং হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللہُ عَنْہُ এর বর্ণনা মতে: আমি সেই মহিলাকে দেখেছি, সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং দেয়াল ধরে ধরে এদিক-ওদিক চলত, এমনকি একদিন সেই জমির এক কুয়ায় (গর্তে) পড়ে মারা গেল। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল মুসাকাত, তাহরীমুয যুলমি ওয়া গসবিল আরদ, হাদীস: ১৬১০, পৃষ্ঠা ৮৭০)

আল্লাহর মনোনীত বান্দাদের প্রতি ভালোবাসা বা ঘৃণা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল যে, যেভাবে আল্লাহ পাকের ওলীদের সাথে মহব্বত রাখা রহমত ও বরকতের কারণ, সেভাবে তাঁদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা বা তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো প্রকারের সংঘর্ষ করা দুনিয়া ও আখিরাতে অপমান ও ক্ষতির কারণ। বরং আল্লাহর ওলীদের সাথে শত্রুতা স্থাপনকারীর বিরুদ্ধে তো স্বয়ং আল্লাহ পাকের যুদ্ধের ঘোষণা রয়েছে। সুতরাং, হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত, আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

"আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: যে আমার কোনো ওলীর সাথে শত্রুতা করে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুর রিকাক, বাবু তাওয়ায়ু', হাদীস: ৬৫০২, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৪৮)

সাহাবীর মুখে সাহাবীর মর্যাদা

হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন যায়েদ رَضِیَ اللّٰہ عَنۡہُ একবার ইরশাদ করলেন: "আল্লাহ পাকের শপথ! রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে যে ব্যক্তি কোনো গাযওয়াতে (যুদ্ধে) অংশগ্রহণ করেছে এবং তার চেহারায় ধূলো লেগেছে, তার এই আমলটি ওই ব্যক্তির আমলের চেয়ে উত্তম যাকে হযরত সায়্যিদুনা নূহ عَلَیۡہِ السَّلَام এর সমান আয়ু (অর্থাৎ সাড়ে নয়শত বছর) দেওয়া হয়েছে এবং সে নেক আমল করেছে।"

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, মুসনাদে সাঈদ বিন যায়েদ বিন আমর বিন নুফাইল, হাদীস: ১৬২৯, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৯৭)

তাঁর দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ততা ও আখিরাতের প্রতি মনোযোগ

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہ عَنۡہُ হযরত সায়্যিদুনা আবু উবাইদা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہ عَنۡہُ এর কাছে এই বার্তা পাঠালেন যে: "আমাকে হযরত সায়্যিদুনা খালিদ বিন ওয়ালীদ رَضِیَ اللّٰہ عَنۡہُ এর ব্যাপারে বলুন যে, তিনি কেমন মানুষ? হযরত সায়্যিদুনা ইয়াযীদ বিন আবু সুফিয়ান এবং হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন আস رَضِیَ اللّٰہ عَنۡہُمَا কুশলাদি এবং মুসলমানদের সাথে তাদের আচরণ ও হিতাকাঙ্ক্ষা সম্পর্কেও অবহিত করুন।" হযরত সায়্যিদুনা আবু উবাইদা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہ عَنۡہُ তাঁর رَضِیَ اللّٰہ عَنۡہُ জবাবে এই বার্তা পাঠালেন যে, হযরত সায়্যিদুনা খালিদ বিন ওয়ালীদ رَضِیَ اللّٰہ عَنۡہُ সর্বোত্তম মানুষ, মুসলমানদের অত্যন্ত হিতাকাঙ্ক্ষী এবং তাদের শত্রুর উপর অত্যন্ত কঠোর। অন্যদিকে হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন

www.dawateislami.net

আস এবং হযরত সায়্যিদুনা ইয়াযীদ বিন আবু সুফিয়ান رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا এর হিতাকাঙ্ক্ষী আপনার رَضِىَ اللهُ عَنْهُ পছন্দের অনুরূপ।" তারপর আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِىَ اللهُ عَنْهُ হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন যায়েদ এবং সায়্যিদুনা মু'আয বিন জাবাল رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا এর কর্মক্ষমতা সম্পর্কে জানতে চাইলেন, তখন হযরত সায়্যিদুনা আবু উবাইদা বিন জাররাহ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ ইরশাদ করলেন: "এরাও উত্তম, শুধু এতটুকু যে, নেতৃত্ব তাঁদের দুজনের দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ততা এবং আখিরাতের প্রতি মনোযোগ অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে।" (তারিখে মদীনা দামেশ, খণ্ড ৬৫, পৃষ্ঠা ৬৮)

শাসনের পরও তাকওয়া অটুট

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন আপনারা, আমাদের পূর্বপুরুষগণ رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ এর যোহদ (দুনিয়া বিমুখতা) ও তাকওয়া কেমন অতুলনীয় ছিল! তাঁদের না পদের আকাঙ্ক্ষা থাকত, না ধন-সম্পদের লোভ। যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণের পরিস্থিতি আসতও, তবে এই সম্মানিত ব্যক্তিরা একে আল্লাহর দান মনে করতেন। শাসনের পরও তাদের তাকওয়া অটুট থাকতো এবং সেই শাসন বা দায়িত্ব তাঁদের ইবাদত ও রিয়াযাত (সাধনা) বৃদ্ধির কারণ হতো। কিন্তু আফসোস! আজ আমাদের অবস্থা এই যে, কোনো পদ পেলেই আমাদের চালচলন বদলে যায়। প্রথমে তো আমরা আমাদের অধীনস্থ ইসলামী ভাইদের সাথে অত্যন্ত ভদ্রভাবে কথা বলি, কিন্তু যেইমাত্র কোনো পদ পাই, অমনি গর্ব, অহংকার, হিংসা, বিদ্বেষ, জুলুম বা এ ধরনের অন্যান্য অনেক গুনাহে লিপ্ত হয়ে যাই। হায়! আমরাও যদি আমাদের পূর্বপুরুষদের জীবনীর উপর আমলকারী হয়ে যাই এবং কোনো পদ পাই বা না পাই, আমাদের তাকওয়াতে কোনো প্রকার যেন কমতি না আসে।

সাঈদ বিন যায়েদ, দামেস্কের শাসক

উল্লেখ্য যে, উম্মতের আমীন (বিশ্বস্ত) হযরত সায়্যিদুনা আবু উবাইদা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন যায়েদ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ কে দামেস্কের শাসক নিযুক্ত করেছিলেন।

(তারিখে মদীনা দামেস্ক, খণ্ড ১২, পৃষ্ঠা ৬২)

সত্যের বাণী প্রচারের অনন্য আকাঙ্ক্ষা

যখন মদীনার শাসক মারওয়ান বিন হাকামকে শামের (সিরিয়ার) দূতের হাতে একটি পত্র পাঠানো হলো, যাতে লোকদেরকে ইয়াযীদের বাইয়াত (আনুগত্যের শপথ) করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তখন মদীনার শাসক তৎক্ষণাৎ তার উপর আমল করেননি। সুতরাং শামের দূতের নির্দেশের বাস্তবায়নে বিলম্ব হতে দেখে সে সময় বললো: "হে মারওয়ান! বাইয়াতের নির্দেশ কার্যকর করতে কী বাধা আসছে?" মারওয়ান বললো: "যতক্ষণ হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন যায়েদ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এসে বাইয়াত না হন, ততক্ষণ আমি কিছুই করতে পারব না, কারণ শহরবাসী তাঁকে নিজেদের সরদার মনে করে। যখন তিনি ইয়াযীদের বাইয়াত গ্রহণ করবেন, তখন লোকেরা সহজেই বাইয়াতের জন্য রাজি হয়ে যাবে।" শামের দূত মারওয়ানকে বললো: " আমি তাঁকে এখানে নিয়ে আসব?" সুতরাং সে হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন যায়েদ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর ঘরে এসে বললো: "আপনি আমার সাথে বাইয়াত নিতে চলুন।" তিনি ইরশাদ করলেন: "তুমি যাও! আমি পরে আসবো।" সে বললো: "চলুন, নইলে আমি আপনার গর্দান উড়িয়ে দেব।" তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ তার হুমকির কোনো পরোয়া করলেন না এবং সত্যের বাণী প্রচারের অনন্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করতে

গিয়ে এভাবে ইরশাদ করলেন: "তুমি কি আমার গর্দান উড়িয়ে দেবে? আল্লাহর শপথ! তুমি আমাকে এমন এক জালিম সম্প্রদায়ের বাইয়াতের দিকে ডাকছ, যাদের সাথে অতীতে আমি জিহাদ করেছি।" তাঁর সত্য ও সততায় পরিপূর্ণ এই আওয়াজ শুনে সে মুখ ভার করে মারওয়ানের কাছে পৌঁছাল এবং তাকে পুরো ঘটনা শোনাল। একথা শুনে মারওয়ান তাকে চুপ থাকতে বললো। (আর-রিয়াদুন নাদারা, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৪৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের পূর্বপুরুষদের চরিত্র কতই না ঈর্ষণীয় ছিল! মিথ্যার আয়নার সামনে তাঁরা সত্য ও সততার জীবন্ত প্রতিচ্ছবি হয়ে যেতেন, কারণ তাঁদের কোনো পার্থিব শাসকের কোনো ভয় ছিল না। তাঁদের অন্তর তো শুধু আল্লাহ পাকের ভয়ে ভীত থাকত। তাঁদের উপর জুলুম করা হলেও শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা জবাবে জুলুম করতেন না। তিক্ত কথার জবাব মিষ্টি ও কার্যকরভাবে দিতেন। তাঁদের মুখ থেকে বিদ্রূপ ও তিরস্কারের তীরের পরিবর্তে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ফুল ঝরতো। এই ইখলাসের (নিষ্ঠার) বরকতে আল্লাহ পাক তাঁদের ভাষায় এমন প্রভাব রেখেছিলেন যে, নরম ও কোমল ভাষা হওয়া সত্ত্বেও (শ্রোতা) থরথর করে কাঁপতে শুরু করতো।

তাঁর জিহাদের আগ্রহ

তাঁর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ জিহাদের আগ্রহের ব্যাপারে কী বলবো! তিনি বদর ছাড়া সমস্ত গাযওয়া (যুদ্ধে) যেমন: উহুদ, খন্দক, খায়বার, হুনাইন, তায়েফ এবং তাবুক ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

(আর-রিয়াদুন নাদারা, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৪১)

www.dawateislami.net

বদরী সাহাবী

তাঁর رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ বদরী সাহাবী হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই যে, বুখারী শরীফে স্বয়ং হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ তাঁকে "বদরী" বলেছেন। তিনি رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ যদিও বদরের গাযওয়াতে অংশগ্রহণ করতে পারেননি, তবুও তাঁকে "বদরী সাহাবী" হিসাবে গণ্য করা হয়, এর দুটি কারণ রয়েছে:

(১) আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ এবং হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন যায়েদ رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ কে শামের (সিরিয়ার) দিকে কাফেরদের গুপ্তচরবৃত্তির জন্য পাঠিয়েছিলেন। যখন তাঁরা দু'জন সেখান থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে এলেন, তখন "বদরের গাযওয়া" সংঘটিত হয়ে গিয়েছিল। (যেহেতু যুদ্ধকালীন গুপ্তচরবৃত্তিও যুদ্ধে অংশগ্রহণ হিসেবে গণ্য হয়, একারণে এই দুই সাহাবী رَضِیَ اللہُ عَنۡہُمَا কে "বদরী" বলা হয়েছে)। (আর-রিয়াদুন নাদারা, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৪১)

(২) নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁদেরকে গনীমতের মাল থেকে তাঁদের অংশ দান করেছিলেন, আর এটা এই কথার প্রমাণ যে তাঁরা বদরী। যদি তাঁরা বদরী না হতেন, তবে তাঁদেরকে তাঁদের অংশ দেওয়া হতো না। সুতরাং, হযরত সায়্যিদুনা উরওয়া رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمএর বদরের গাযওয়া থেকে ফেরার পর যখন হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন যায়েদ رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ শাম দেশ থেকে ফিরে এলেন, তখন আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব হুযুর পুরনূর صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁদেরকে গনীমতের মাল থেকে তাঁদের অংশ

দান করলেন। তখন তিনি رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ জিজ্ঞাসা করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার পুরস্কার? ইরশাদ করলেন: "তোমার জন্য তোমার পুরস্কার রয়েছে।"

(মা'রিফাতুস সাহাবা, মা'রিফাতু সাঈদ বিন যায়েদ বিন আমর বিন নুফাইল, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৫৩)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শামের (সিরিয়ার) বিজয়ে তাঁর ভূমিকা

উম্মতের আমীনের (বিশ্বস্ত ব্যক্তির) পত্র

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আ'যম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর খিলাফতকালে মুসলমানদের সৈন্যবাহিনী বিভিন্ন এলাকা জয় করতে করতে যখন " বা'লাবাক্কা" (একটি স্থানের নাম) পৌঁছাল, তখন সেনাপতি উম্মতের আমীন হযরত সায়্যিদুনা আবু উবাইদা বিন জাররাহ رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ একটি পত্রের মাধ্যমে বা'লাবাক্কের শাসক হারবীসকে বার্তা পাঠালেন যে, ইসলাম গ্রহণ কর অথবা জিযিয়া (কর) দিয়ে নিরাপত্তা লাভ করো। তোমার কাছে এই দুটি পথই আছে, নতুবা তৃতীয় পথ শুধু যুদ্ধ। দূত এই পত্র শাসক হারবীসকে দিল। হারবীস যুদ্ধ বিশারদ এবং রোমান সেনাবাহিনীর কমান্ডারদের সাথে পরামর্শের পর দূতকে যুদ্ধের বার্তা দিল। যাই হোক, প্রথম সংঘর্ষে উভয় পক্ষেই যথেষ্ট জানমালের ক্ষতি হলো।

হযরত সায়্যিদুনা আবু উবাইদা বিন জাররাহ رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন যায়েদ رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ কে ডাকলেন এবং তাঁকে পাঁচশত অশ্বারোহী ও তিনশত পদাতিক সৈন্য দান করলেন এবং রোমানদেরকে দূর্গের দরজাতেই হত্যা করার এবং মুসলমানদের থেকে অমনোযোগী রাখার নির্দেশ দিলেন। তারপর হযরত সায়্যিদুনা দিরার বিন আযওয়ার

www.dawateislami.net

رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে পাঁচশত অশ্বারোহী এবং একশত পদাতিক সৈন্য দিয়ে বাবে শামের (শামের দরজা) দিক থেকে সাহস ও বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিলেন। যখন সকাল হলো, তখন হারবীস তার সৈন্যদের শ্রেণী বিন্যাস করে বাবে ওয়াসাত (মধ্য দরজা) থেকে আক্রমণ করার নির্দেশ দিল। সুতরাং বাবে ওয়াসাত খুলতেই রোমান সৈন্যরা বন্যার মতো ছুটে এলো এবং মুসলমান সৈন্যবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। যুদ্ধ করতে করতে উভয় সেনাবাহিনী কিছুক্ষণ পরেই একে অপরের মুখোমুখি হলো।

মুসলমানদের যুদ্ধ কৌশল

হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন যায়েদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এবং হযরত সায়্যিদুনা দিরার বিন আযওয়ার رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হযরত সায়্যিদুনা আবু উবাইদা বিন জাররাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর নির্দেশে নিজেদের বাহিনী নিয়ে দূর্গের বন্ধ দরজাগুলো অবরোধ করে রেখেছিলেন। হযরত সায়্যিদুনা সাহল বিন সাবাহ আবসী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁদেরকে রোমানদের আক্রমণের খবর দেওয়ার জন্য আগুন জ্বালালেন। যেই মাত্র এই দুই সৈন্যবাহিনী আগুনের ধোঁয়া দেখল, তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারল যে, মুসলিম সৈন্যবাহিনীর আমাদের প্রয়োজন। অতএব, উভয় বাহিনী দ্রুত হযরত সায়্যিদুনা আবু উবাইদা বিন জাররাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বাহিনীর সাথে মিলিত হলো। রোমানরা তখন দূর্গের প্রাচীর থেকে কিছু দূরে যুদ্ধ করছিল, তাই উভয় দিক থেকে মুসলমানদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে গেল। রোমানরা যখন নিজেদের ব্যর্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত হলো, তখন তাদের পা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে গেল এবং হারবীস শাসকসহ পালিয়ে গেল।

www.dawateislami.net

পাহাড়ের অবরোধ

হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন যায়েদ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ পাঁচশত অশ্বারোহী নিয়ে হারবীস ও তার সেনাবাহিনীর অনুসরণ করতে লাগলেন। রোমানদেরকে গুহায় আশ্রয় নিতে দেখে বললেন: "আল্লাহ পাক এই দলের ধ্বংসের ইচ্ছা করেছেন, তাদের সবদিক থেকে অবরোধ করো, আর যদি তাদের মধ্যে কেউ চোখ তুলে তাকায়, তবে তাকে কখনোই ছেড়ো না।" রোমানরা গুহায় অবরুদ্ধ হয়ে গেল এবং এই অবস্থা কয়েকদিন ধরে চললো। একদিন হঠাৎ রোমানরা অবরোধ ভাঙার জন্য প্রচণ্ড আক্রমণ করল। আক্রমণ এত তীব্র ছিল যে, মুসলিম সৈন্যবাহিনী পরীক্ষার সম্মুখীন হলো।

হযরত সায়্যিদুনা দিরার বিন আযওয়ার رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ খবর পেয়ে হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন যায়েদ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ ও তাঁর সঙ্গীদের সাহায্যের জন্য তৎক্ষণাৎ পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছালেন। সেখানে অত্যন্ত নাজুক পরিস্থিতি ছিল। মুসলিম সৈন্যবাহিনীকে রোমানরা চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছিল এবং প্রায় সত্তর জনকে শহীদ ও আহত করে দিয়েছিল। যখন মুজাহিদগণ জানতে পারলেন যে, আল্লাহ পাকের সাহায্য সেনাবাহিনীর রূপে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে, তখন সমস্ত মুজাহিদগণ পূর্ণ শক্তি দিয়ে একত্রিত হয়ে রোমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাদের সেনাবাহিনীকে তছনছ করে দিল। তরবারি চালনা ও তীরন্দাজির এমন নৈপুণ্য দেখাল যে রোমানদের বহু সংখ্যককে ধূলিসাৎ করে দিল। হারবীস শাসক তার সঙ্গীদের সাথে আবার গুহায় ঢুকে পড়ল। পলায়নরত রোমানদের উপর মুজাহিদগণ আক্রমণ করলো, তখন আরও অনেক রোমান মুসলমানদের আঘাতে কেটে কেটে মাটিতে পড়তে লাগল। আবারও রোমান সৈন্যবাহিনী মুসলিম

www.dawateislami.net

সৈন্যবাহিনীর অবরোধে পড়ে গেল। হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন যায়েদ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ তাদের চারপাশে কঠোর পাহারার ব্যবস্থা করলেন। কোনো রোমান কাফের গুহা থেকে মাথা বের করলেই মুজাহিদগণ তৎক্ষণাৎ তার উপর তীর চালাতো এবং সে আহত হয়ে জাহান্নামে পৌঁছে যেত।

(ফুতুহুশ শাম, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২৪ থেকে ১২৫)

সায়্যিদুনা সাঈদ বিন যায়েদের উচ্চ বোধশক্তি ও বিচক্ষণতা

হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন যায়েদ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ অবরুদ্ধদের কঠোর নজরদারির জন্য কিছু মুজাহিদকে নির্দেশ দিলেন যে, তারা কাঠ সংগ্রহ করুক এবং অবরোধস্থলের চারপাশে আগুন জ্বালাক, যাতে অবরোধস্থলে থাকা মুজাহিদগণ তীব্র শীত থেকে সুরক্ষিত থাকে এবং গুহায় থাকা কোনো রোমান অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে পালানোর পথ অবলম্বন করতে না পারে। আর তারপর সারারাত মুজাহিদদের সাথে অবরোধস্থলের চারপাশে তাকবীর (আল্লাহু আকবার) ও তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে ঘুরতে থাকলেন। গুহায় লুকিয়ে থাকা রোমানদের অবস্থা খুব খারাপ ছিল। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় তাদের অবস্থা শোচনীয় ছিল, তীব্র শীতে তাদের শরীর অবশ হয়ে গিয়েছিল। অনেক কষ্টে রাত পার হলো।

গাইরুল্লাহকে (আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে) সিজদা করতে নিষেধ করা হলো

রোমানরা অপমান, দুর্দশা ও কষ্টের মধ্যে গুহায় অবরুদ্ধ ছিল। যখন রোমানদের (নিশ্চয়তা) হলো যে, এভাবেই থাকলে আমরা ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও শীতে মারা যাব, তখন শাসক হারবীস তার উপদেষ্টাদের সাথে

www.dawateislami.net

পরামর্শ করলো যে, এখন এই আরবদের সাথে সন্ধি করাই শ্রেয়। সবাই এই মতামতের সাথে একমত হলো। সুতরাং হারবীস শাসক তার দূতের মাধ্যমে সন্ধির বার্তা পাঠালো, যখন দূত তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ দরবারে উপস্থিত হলো, তখন সে তার প্রথা অনুযায়ী তাঁকে সিজদা করতে চাইল, কিন্তু তাকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হলো। সেই দূত অত্যন্ত আশ্চর্যের সাথে জিজ্ঞাসা করলো: "আপনি আপনার আমীরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন থেকে আমাকে কেন বাধা দিচ্ছেন?" তখন হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন যায়েদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ উত্তরে ইরশাদ করলেন: "আমরা আল্লাহ পাকের বান্দা এবং আমাদের শরীয়তে আল্লাহ পাক ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করা কখনোই জায়েজ নয়।" দূত যখন একথা শুনল, তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে চিৎকার করে উঠল: "এটাই তো তোমাদের সেই মৌলিক গুণ, যার কারণে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে খ্রিস্টান ও অন্যান্য জাতির উপর বিজয় দান করেন।"

শুকরিয়ার সিজদা আদায়

হারবীস শাসক তার মূল্যবান পোশাক খুলে ছাগল ও ভেড়ার লোম দিয়ে তৈরি পোশাক পরে অত্যন্ত হতাশ, ব্যর্থ, অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে তাঁর দরবারে পৌঁছাল। তিনি যখন তার এই অপমান ও লাঞ্ছনা দেখলেন, তখন তৎক্ষণাৎ আল্লাহর দরবারে সিজদায় পড়ে গেলেন এবং এভাবে আরয করতে লাগলেন: "হে আল্লাহ! তোমার শুকরিয়া যে, তুমি এমন এক অত্যাচারী ও অহংকারী জাতিকে আমাদের হাতে নত করেছ।" তারপর শাসক হারবীসের দিকে মনোযোগ দিলেন, তখন সে বলতে লাগল: "হে মুসলমানদের সেনাপতি! সন্ধির কোনো পথ কি বের হতে পারে?" আপনি বললেন: "সন্ধি করার অধিকার শুধু আমাদের সেনাপতি হযরত সায়্যিদুনা

আবু উবাইদা বিন জাররাহ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর রয়েছে। যদি সন্ধি করতে হয়, তবে তাঁর খেদমতে যেতে হবে।" সুতরাং সে তাঁর সাথে হযরত সায়্যিদুনা আবু উবাইদা বিন জাররাহ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর দরবারে উপস্থিত হলো এবং মাল ও জিযিয়া (কর) দেওয়ার শর্তে সন্ধি করে নিল।

(ফুতুহুশ শাম, জাবালা ইউহারিবু খালিদা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২৫ থেকে ১২৭)

সায়্যিদুনা সাঈদ বিন যায়েদকে বিজয়ের অভিনন্দন

শাসক হারবীসের বা'লাবাক্কের শাসন থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে খুবই দুঃখ ছিল। সুতরাং আমান (নিরাপত্তা) পাওয়ার পর কিছুদিন তো বা'লাবাক্কায় ছিলো, কিন্তু কিছু পারস্পরিক মতবিরোধ এবং কিছু মুসলমানদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণায় বাধ্য করল। যাই হোক, উভয় সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। আল্লাহর সাহায্য এখানেও মুসলমানদের সঙ্গ দিল, যার ফলে হারবীস শাসক তার হাজারো সঙ্গীসহ জাহান্নামে পৌঁছে গেল। আর হযরত সায়্যিদুনা আবু উবাইদা বিন জাররাহ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ স্বয়ং হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন যায়েদ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ কে এর জন্য অভিনন্দন জানালেন। সুতরাং হিমসের যুদ্ধে মহান বিজয়ের পর হযরত সায়্যিদুনা আবু উবাইদা বিন জাররাহ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ স্বয়ং হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন যায়েদ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ কে ইরশাদ করলেন: "আপনাকে অভিনন্দন, কিন্তু একটি রহস্য সমাধান হচ্ছে না যে, হারবীস বাদশাহ, যে রোমানদের মধ্যে অত্যন্ত শক্তিশালী, দক্ষ যোদ্ধা এবং হাতির মতো ছিল, সে কার হাতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল?" তিনি رَضِيَ اللهُ عَنْهُ উত্তর দিলেন: "হে সেনাপতি! এই কৃতিত্ব আমি সম্পাদন করেছি।" তিনি বললেন: "হে সাঈদ! আপনি কীভাবে এই

হাতিকে ধরাশায়ী করলেন?" তখন তিনি رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ উত্তর দিলেন: "যুদ্ধের সময় আমি দেখলাম যে, রোমান সেনাবাহিনীর মধ্যে একজন অশ্বারোহী রয়েছে, যে তার শরীরের গঠন এবং লালচে রঙের কারণে সবার মধ্যে বিশেষভাবে দৃশ্যমান ছিল। তার তলোয়ার ও বর্মও সবার চেয়ে মূল্যবান ছিল। আমি এই দীর্ঘদেহী রোমান বাদশাহর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। কিন্তু একই সাথে আমি মনে মনে আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করলাম, 'হে আল্লাহ পাক! আমি আমার শক্তির মোকাবেলায় তোমার শক্তি এবং আমার বিজয়ের মোকাবেলায় তোমার বিজয়কে প্রাধান্য দিচ্ছি, সুতরাং এই রোমানের মৃত্যু আমার হাতে নির্ধারিত করো এবং এর উপর আমাকে পুরস্কার দান করো।" তিনি বললেন: "হে সাঈদ! তুমি কি তার অস্ত্রশস্ত্র নিয়েছিলে?" তখন তিনি আরয করলেন: "না, কিন্তু আমিই তাকে হত্যা করেছি, কারণ আমার বর্শার ডগা এখনও তার হৃদয়ে (বুকে) বিদ্ধ রয়েছে, যা আমি প্রথমে তার হৃদয়ে (বুকে) মেরেছিলাম, তা ভেতরেই রয়ে গিয়েছিল এবং সে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। আমি তৎক্ষণাৎ তার উপর ঝাঁফিয়ে পড়লাম এবং নিজের তলোয়ার দিয়ে তার কাজ (শেষ) করে দিলাম।" (ফুতুহুশ শাম, মা'রাকাতু হামস, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৪৭)

শাহাদাতই মুমিনের কাম্য ও উদ্দেশ্য

নাজদাহ নামক স্থানে হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন যায়েদ رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এবং তাঁর কয়েকজন সঙ্গী উপস্থিত ছিলেন। বিশ হাজার রোমান সৈন্য চারদিক থেকে মুষ্টিমেয় মুসলমানদের অবরোধ করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল। মুসলমানদের সেনাপতি হযরত মায়সারা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ নাজুক পরিস্থিতি উপলব্ধি করে সালাতুল খাওফ (ভীতির নামায) পড়ালেন এবং তারপর

www.dawateislami.net

হামদ ও সালাতের পর বললেন: "হে মুসলমানগণ! নিজেদের জায়গায় দৃঢ় থাকো। শীঘ্রই আমাদের উপর বড় বড় বিপদ আসতে চলেছে, কারণ শত্রুদের সেনাবাহিনী চারদিক থেকে আমাদের ঘিরে ফেলার প্রস্তুতি নিচ্ছে, অথচ মুসলমানদের সেনাবাহিনী আমাদের থেকে সাত দিনের দূরত্বে রয়েছে।" হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন যায়েদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দাঁড়িয়ে বললেন: "হে মায়সারা! যদি এই ভাষণের মাধ্যমে আপনার رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ উদ্দেশ্য এই হয় যে, আমাদের মনোবল যেন দুর্বল না হয়, তবে আপনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিশ্চিন্ত থাকুন। কারণ এই জীবন আল্লাহর পথে কুরবান করাই আমাদের আসল উদ্দেশ্য, সুতরাং আমাদের সংখ্যার স্বল্পতা এবং শত্রুদের আধিক্য কখনোই আমাদের অন্তর থেকে জিহাদের চেতনা কমাতে পারবে না।"

(ফুতুহুশ শাম, আন-নাজদাহ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৮)

সায়্যিদুনা সাঈদ বিন যায়েদের অনন্য ভাষণ

রোমানদের সাথে সংঘটিত যুদ্ধে মুসলমানদের সেনাপতি ছিলেন হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন যায়েদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ। রোমানদের সংখ্যা মুসলমানদের তুলনায় অনেক বেশি ছিল, যাদের দেখে মুসলমানদের মনোবল দুর্বল হতে শুরু করেছিল। হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন যায়েদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মুসলমানদের সেনাবাহিনীতে উৎসাহ ও উদ্দীপনা বৃদ্ধির জন্য এক অনন্য ভাষণ দিলেন: "হে লোকেরা ! আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হওয়া থেকে ভয় করো এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন থেকে বেঁচে থাকো, নতুবা আল্লাহ পাক তোমাদের উপর জাহান্নামের আগুন ওয়াজিব করে দেবেন। হে কুরআনের ধারকগণ! হে ঈমানদারগণ! ধৈর্যধারণ করো।" তাঁর এই ভাষণ দেওয়া মাত্রই মুসলমান সেনাবাহিনীতে এক আশ্চর্যজনক উৎসাহ ও

www.dawateislami.net

উদ্দীপনা সৃষ্টি হলো এবং মুসলমানরা এই উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে যুদ্ধ করলো যে, রোমানদের পা টলে গেল, তিন হাজার রোমান মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল এবং মুসলমানদের গৌরবময় বিজয় অর্জিত হলো।

(ফুতুহুশ শাম, নাসিহাতু খালিদ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৫)

হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে সালমা رَضِىَ اللهُ عَنْهَا অসিয়ত

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে সালামা رَضِىَ اللهُ عَنْهَا অসিয়ত করেছিলেন যে, তাঁর জানাযা হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন যায়েদ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ পড়াবেন। কিন্তু যখন তাঁর رَضِىَ اللهُ عَنْهَا ইন্তেকাল হলো, তখন জানাযা হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِىَ اللهُ عَنْهُ পড়িয়েছিলেন, কারণ তিনি رَضِىَ اللهُ عَنْهَا এই অসিয়ত তখন করেছিলেন যখন তিনি অসুস্থ ছিলেন, পরে তিনি সুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন যায়েদ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর ইন্তেকাল তাঁর আগেই হয়ে গিয়েছিল।

(আল-আসাবা, কিতাবুন নিসা, উম্মে সালামা বিনতে আবি উমাইয়া, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৪০৭)

তাঁর স্ত্রীগণ

তাঁর رَضِىَ اللهُ عَنْهُ স্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হলেন হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমা বিনতে খাত্তাব, যিনি আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর বোন। তাঁর رَضِىَ اللهُ عَنْهُ আরও একজন স্ত্রীর উল্লেখ পাওয়া যায়, যাঁর নাম যায়নাব বিনতে সুওয়াইদ বিন সামেত আনসারিয়া। তাঁর থেকে তাঁর কন্যা আতিকা জন্মগ্রহণ করেন।

(আল-আসাবা, কিতাবুন নিসা, যায়নাব বিনতে সুওয়াইদ, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ১৬০; আল-ইসতি'আব, বাবুন নিসা ওয়া কুনা হুন্না, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৪৪৭)

তাঁর সন্তান-সন্ততি

তাঁর সন্তান-সন্ততির সংখ্যা ৩১, যাদের মধ্যে তেরো জন পুত্র এবং আঠারো জন কন্যা।

পুত্রদের নাম হলোঃ আব্দুল্লাহ আকবর, আব্দুল্লাহ আসগর, আব্দুর রহমান আকবর, আব্দুর রহমান আসগর, ইব্রাহীম আকবর, ইব্রাহীম আসগর, আমর আকবর, আমর আসগর, আসওয়াদ, তালহা, মুহাম্মদ, খালিদ এবং যায়েদ।

কন্যাদের নাম হলোঃ উম্মে হাসান কুবরা, উম্মে হাসান সুগরা, উম্মে হাবীব কুবরা, উম্মে হাবীব সুগরা, উম্মে যায়েদ কুবরা, উম্মে যায়েদ সুগরা, আয়িশা, আতিকা, হাফসা, যায়নাব, উম্মে সালামা, উম্মে মূসা, উম্মে সাঈদ, উম্মে নু'মান, উম্মে খালিদ, উম্মে সালেহ, উম্মে আব্দুল হাওলা এবং যুজলা। (সিফাতুস সাফওয়া, আবুল আ'ওয়ার সাঈদ বিন যায়েদ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৯০)

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ, আল্লামা বায়হাকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সূত্রে বলেন যে, তিনি رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এক কন্যা আসমা বিনতে সাঈদও ছিলেন। (তাকরীবুত তাহযীব, বাবুন নিসা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৩৪৩)

হাদীস বর্ণনা

তিনি رَضِيَ اللهُ عَنْهُ হুযুর নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে ৪৮টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর মধ্যে হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন ওমর, হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন হুরায়স এবং হযরত সায়্যিদুনা আবু তুফাইল رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ প্রমুখ এবং তাবেয়ীনদের মধ্যে একটি দল তাঁর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, সাঈদ বিন যায়েদ, ক্রমিক: ১১, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৭৮; তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত লিন নববী, সাঈদ বিন যায়েদ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২১১)

www.dawateislami.net

তাঁর থেকে বর্ণিত নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কয়েকটি বাণী:

(১) আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা

"রহম (অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা আল্লাহ পাকের গুণবাচক নাম) 'রহমান' থেকে উদ্ভুত। সুতরাং যে একে ছিন্ন করবে, আল্লাহ পাক তার উপর জান্নাত হারাম করে দেবেন।"

(আল-বাহরুয যাখখার, হাদীস: ১২৬৫, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৯৩)

(২) সুদ থেকেও বড় গুনাহ

"অন্যায়ভাবে কোনো মুসলমানদের অসম্মান করা সুদ থেকেও বড় গুনাহ।" (সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাবু ফিল গীবাতি, হাদীস: ৪৮৭৬, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৫৩)

(৩) মাশরুমের পানিতে আরোগ্য রয়েছে

"মাশরুম 'মান্না' (এক প্রকার জান্নাতী খাবার) থেকে উদ্ভুত এবং এর পানিতে চোখের জন্য আরোগ্য রয়েছে।"

(সহীহ বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, বাবু কাওলিহি তাআলা: হাদীস: ৪৪৭৮, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৬৬)

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "বর্ষাকালে ভেজা কাঠ থেকে ছাতার মতো এক প্রকার ঘাস জন্মায়, যাকে উর্দুতে 'খুম্বী' এবং বাংলায় 'ব্যাঙের ছাতা' বলে। এর দুটি প্রকার রয়েছে: একটি ছাতার মতো এবং অন্যটি মুলার মতো লম্বা। এখানে দ্বিতীয় প্রকারটি উদ্দেশ্য। কিছু লোক এর শিকড় রান্না করে খায়। বর্ষাকালে সাধারণত এটি পাওয়া যায়। 'মান' অর্থ অনুগ্রহ ও নেয়ামত। এর দ্বারা

www.dawateislami.net

উদ্দেশ্য হয়তো বনী ইসরাঈলের উপর অবতীর্ণ 'মান্না'ই, যা কিছু পার্থক্যের সাথে এখন এই রূপে রয়েছে, অথবা এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, যেমন বনী ইসরাঈলের উপর 'মান্না' উচ্চ পর্যায়ের জিনিস অবতীর্ণ হয়েছিল, কিন্তু বিনা পরিশ্রমে ও কষ্টে, তাদের দেওয়া হয়েছিল, তেমনই এটাও। এর রস চোখের কিছু রোগের জন্য উপকারী এবং কিছুর জন্য ক্ষতিকর। সুতরাং এর ব্যবহার চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী করা উচিত। এটাই সমস্ত হাদীসের ওষুধের অবস্থা যে, সমস্ত ওষুধই সত্য, কিন্তু আমরা যেন চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী তা ব্যবহার করি।" **(মিরআতুল মানাজিহ, কিতাবুল আত'ইমা, আল-ফাসলুল আউয়াল, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৪৭-২০; কিতাবুত তিব্ব ওয়ার রুকী, আল-ফাসলুস সালিস, পৃষ্ঠা ২৪৯-২৫০,)**

(৪) চার প্রকার শহীদ

(১) যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে মারা যায়, সে শহীদ। (২) আর যে নিজের দ্বীন রক্ষা করতে গিয়ে মারা যায়, সেও শহীদ। (৩) যে নিজের জীবন রক্ষা করতে গিয়ে মারা যায়, সেও শহীদ। (৪) এবং যে নিজের পরিবার-পরিজন রক্ষা করতে গিয়ে মারা যায়, সেও শহীদ। **(সুনানে তিরমিযী, কিতাবুদ দিয়াত, বাবু মা জাআ ফী মান কাতলি... হাদীস: ১৪২৬, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১১২)**

(৫) হাদীস জাল করার পরিণতি

"আমার উপর মিথ্যা আরোপ করা সাধারণ মানুষের উপর মিথ্যা আরোপ করার মতো নয়। মনে রেখো, যে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করে, সে যেন নিজের ঠিকানা জাহান্নামে তৈরি করে নেয়।"

(মুসনাদে আবি ইয়া'লা, মুসনাদে সাঈদ বিন যায়েদ, হাদীস: ৯৬২, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪১৪)

www.dawateislami.net

(৬) নারীদের ফেতনা

"আমার পরে উম্মতের মধ্যে পুরুষদের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর ফেতনা হলো নারীদের ফেতনা।"

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুর রিকাক, বাবু আকছারি আহলিল জান্নাতিল ফুক্বারা, হাদীসঃ ২৭৪১, পৃষ্ঠা ১৪৬৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

পরকালের সফর

রাসূলে আকরাম, শাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই মহান সাহাবী যখন থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তখন থেকে দিনরাত দ্বীন ইসলামের (উন্নতির জন্য কাজ করেছিলেন। তিনি رَضِيَ اللهُ عَنْهُ সমস্ত ইসলামী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সমৃদ্ধশালী হয়ে জিহাদ করতে থাকেন। সত্তর বছরের বেশি বয়সে ৫০ বা ৫১ হিজরীতে মদীনা শরীফ থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে আকীক নামক স্থানে তিনি رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ইন্তেকাল করেন। সেখান থেকে তার رَضِيَ اللهُ عَنْهُ পবিত্র দেহ মদীনা মুনাওয়ারায় আনা হয়।

গোসল ও জানাযার নামায

হযরত সায়্যিদুনা সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُ তাঁকে গোসল দেন। হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং এই দুজন মহান সাহাবীই তাঁকে رَضِيَ اللهُ عَنْهُ কবরে নামান। তাঁর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ পবিত্র মাযার জান্নাতুল বাক্বীতে অবস্থিত। (আত-তাবাকাতুল কুবরা, সাঈদ বিন যায়েদ, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৯৩; মা'রিফাতুস সাহাবা, মা'রিফাতু সাঈদ বিন যায়েদ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৫৪, ১৫৫)

www.dawateislami.net

সব সাহাবা সে হামে তো পিয়ার হে
إِنْ شَآءَالله আপনা বেড়া পার হে
আহলে সুন্নাত কা হে বেড়া পার আসহাবে হুযুর
নাজম হে আওর নাও হে ইতরত রাসূলুল্লাহ কি

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শো'বা ফয়যানে সাহাবা ওয়া আহলে বাইত
২৩ জমাদিউল আউয়াল ১৪৩৩ হিজরী মোতাবেক ১৬ এপ্রিল ২০১২ ঈসায়ী।
উপস্থাপনা: মজলিস আল-মদীনাতুল ইলমিয়া (দাওয়াতেইসলামী)

www.dawateislami.net

উৎস ও তথ্যসূত্র

নং	বইয়ের নাম	লেখক/সংকলক	প্রকাশনী
১	আল-কুরআনুল কারীম	কালামে ইলাহী	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
২	কানযুল ঈমান	আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন (ওফাত ১৩৪০ হিঃ)	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
৩	সহীহ বুখারী	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারী (ওফাত ২৫৬ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত
৪	সহীহ মুসলিম	ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ কুশায়রী (ওফাত ২৬১ হিঃ)	দারু ইবনে হাযম, বৈরুত
৫	সুনানে তিরমিযী	ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযী (ওফাত ২৭৯ হিঃ)	দারুল ফিকর, বৈরুত
৬	সুনানে আবু দাউদ	ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান বিন আশ'আস (ওফাত ২৭৫ হিঃ)	দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত
৭	মুসনাদে ইমাম আহমদ	আবু আব্দুল্লাহ আহমদ বিন হাম্বল শাইবানী (ওফাত ২৪১ হিঃ)	দারুল ফিকর, বৈরুত
৮	আস-সুনানুল কুবরা	আবু বকর আহমদ বিন হোসাইন বিন আলী বায়হাকী (ওফাত ৪৫৮ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
৯	আল-বাহরুয যাখখার	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন আমর বসরী (ওফাত ২৯২ হিঃ)	মাকতাবাতুল উলূমি ওয়াল হিকাম, মদীনা মুনাওয়ারা
১০	মুসনাদে আবি ইয়া'লা	আবু ইয়া'লা আহমদ বিন আলী বিন মুসান্না মুসিলী (ওফাত ৩০৭ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
১১	জাম'উল জাওয়ামি	ইমাম আব্দুর রহমান বিন আবি বকর সুয়ূতী (ওফাত ৯১১ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
১২	তারিখুল খুলাফা	ইমাম আব্দুর রহমান বিন আবি বকর সুয়ূতী (ওফাত ৯১১ হিঃ)	বাবুল মদীনা, করাচী
১৩	আস-সীরাতুন নবভিয়া	আব্দুল মালিক বিন হিশাম বিন আইয়ুব (ওফাত ২১৩ হিঃ)	দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত

www.dawateislami.net

১৪	তারিখে মদীনা দামেস্ক	ইমাম আবুল কাসিম আলী বিন হাসান (ওফাত ৫৭১ হিঃ)	দারুল ফিকর, বৈরুত
১৫	আর-রিয়াদুন নাদারা	ইমাম মুহিব্বুদ্দীন আহমদ বিন আব্দুল্লাহ তাবারী (ওফাত ৬৯৪ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
১৬	আল আসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা	ইমাম আহমদ বিন হাজার আসকালানী (ওফাত ৮৫২ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
১৭	আত তাবাকাতুল কুবরা	আল্লামা মুহাম্মদ বিন সা'দ বিন মানী' হাশিমী (ওফাত ২৩০ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
১৮	উসদুল গাবা	আল্লামা আলী বিন মুহাম্মদ বিন আছীর জাযারী (ওফাত ৬৩০ হিঃ)	দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত
১৯	তাহযীবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত	ইমাম আবু যাকারিয়া মুহিউদ্দীন বিন শারাফ নববী (ওফাত ৬৭৬ হিঃ)	দারুল ফিকির, বৈরুত
২০	মা'রিফাতুস সাহাবা	হাফিয আবু নু'আইম আহমদ বিন আব্দুল্লাহ (ওফাত ৪৩০ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
২১	ফুতুহুশ-শাম	আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন উমর ওয়াকিদী (ওফাত ২০৭ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
২২	আল ইসতি'আব	আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল বার (ওফাত ৪৬৩ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
২৩	সিফাতুস সাফওয়া	ইমাম আবুল ফারাজ জামালুদ্দীন ইবনুল জাওযী (ওফাত ৫৯৭ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
২৪	তাকরীবুত তাহযীব	ইমাম আহমদ বিন হাজার আসকালানী (ওফাত ৮৫২ হিঃ)	দারুল আসেমাহ, আরব
২৫	সিয়ারু আ'লামিন নুবালা	ইমাম মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন উসমান যাহাবী (ওফাত ৭৪৮ হিঃ)	দারুল ফিকির, বৈরুত
২৬	সীরাতে সায়্যিদুল আম্বিয়া	মাওলানা মুহাম্মদ হাশিম ঠাট্টভী (ওফাত ১১৭৪ হিঃ)	মাকতাবা মাযহারে ইলম, লাহোর
২৭	মিরআতুল মানাজিহ	হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী (ওফাত ১৩৯১ হিঃ)	যিয়াউল কুরআন

www.dawateislami.net

সূচীপত্র

দরূদ শরীফের ফযীলত ১
ক্ষমা পূর্ণ ইজতিমা ১
অটলতার পাহাড় ২
অটলতা প্রদর্শনকারী এই যুবক কে ছিলেন? ৬
সায়্যিদুনা সাঈদ বিন যায়েদের নাম ও বংশপরিচয় ৭
বংশধারায় হুযুরের সাথে সম্পর্ক ৭
সম্মানিতা মাতার পরিচয় ৭
সম্মানিত পিতার পরিচয় ৭
মিল্লাতে ইব্রাহীমের অনুসারী ৮
সত্য প্রচারের আকাঙ্ক্ষা ৯
আপনি একাই পূর্ণ উম্মত ১০
ইসলামের প্রতি ধাবিত হওয়ার মূল কারণ ১০
হযরত সায়্যিদুনা ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর সাথে আত্মীয়তা ১১
তাঁর পবিত্র অবয়ব ১১
প্রকৃত সৌভাগ্য ও আনন্দ ১১
আদি মুসলিম ১২
প্রথম মুহাজির ১২
ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ১৩
হযরত সায়্যিদুনা ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর ইসলাম গ্রহণ ১৩
তাঁর সৌভাগ্য ১৩
বাইয়াতে রিদওয়ানের সম্মান ১৪
জাহান্নাম থেকে মুক্তির সুসংবাদ ১৪
জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ ১৫
তাঁর জান্নাতের সাথী ১৫
তাঁর প্রতি অসম্মানের পরিণতি ১৬
আল্লাহর মনোনীত বান্দাদের প্রতি ভালোবাসা বা ঘৃণা ১৭
সাহাবীর মুখে সাহাবীর মর্যাদা ১৮
তাঁর দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ততা ও আখিরাতের প্রতি মনোযোগ ১৮

www.dawateislami.net

শাসনের পরও তাকওয়া অটুট ১৯
সাঈদ বিন যায়েদ, দামেস্কের শাসক ২০
সত্যের বাণী প্রচারের অনন্য আকাঙ্ক্ষা ২০
তাঁর জিহাদের আগ্রহ ২১
বদরী সাহাবী ২২
শামের (সিরিয়ার) বিজয়ে তাঁর ভূমিকা ২৩
উম্মতের আমীনের (বিশ্বস্ত ব্যক্তির) পত্র ২৩
মুসলমানদের যুদ্ধ কৌশল ২৪
পাহাড়ের অবরোধ ২৫
সায়্যিদুনা সাঈদ বিন যায়েদের উচ্চ বোধশক্তি ও বিচক্ষণতা ২৬
গাইরুল্লাহকে (আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে) সিজদা করতে নিষেধ করা হলো ...২৬
শুকরিয়ার সিজদা আদায় ২৭
সায়্যিদুনা সাঈদ বিন যায়েদকে বিজয়ের অভিনন্দন ২৮
শাহাদাতই মুমিনের কাম্য ও উদ্দেশ্য ২৯
সায়্যিদুনা সাঈদ বিন যায়েদের অনন্য ভাষণ ৩০
হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে সালমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا অসিয়ত ৩১
তাঁর স্ত্রীগণ ৩১
তাঁর সন্তান-সন্ততি ৩২
হাদীস বর্ণনা ৩২
তাঁর থেকে বর্ণিত নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কয়েকটি বাণী: ৩৩
(১) আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা ৩৩
(২) সুদ থেকেও বড় গুনাহ ৩৩
(৩) মাশরুমের পানিতে আরোগ্য রয়েছে ৩৩
(৪) চার প্রকার শহীদ ৩৪
(৫) হাদীস জাল করার পরিণতি ৩৪
(৬) নারীদের ফেতনা ৩৫
পরকালের সফর ৩৫
গোসল ও জানাযার নামায ৩৫
উৎস ও তথ্যসূত্র ৩৭

www.dawateislami.net

ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ❊ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন মাদানী কাফেলায় সফর এবং ❊ প্রতিদিন "পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা" করার মাধ্যমে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার মাদানী উদ্দেশ্য: "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ اللّٰه নিজের সংশোধনের জন্য নেক আমলের পুস্তিকার উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "মাদানী কাফেলায়" সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৬৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bangladesh@maktabatulmadinah.com, Web: www.dawateislami.net